664. Habibullah Sikder
Post Box No. 6, Narayanganj.

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র

১৫ই ফেব্রুয়ারী '৫৭, ৩রা মাঘ, ১৩৬৩

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৵৹ আনা

ছাত্র ও বিশেষ প্রার্থীর জন্য ২৲ টাকা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য (বা কাগজ পাওয়ার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে) ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহ্‌মদীর' 'বৎসর' মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা

নব পর্য্যায়—১০ম বর্ষ. | Fortnightly Ahmadi, February, 15, 1957. | ১৯শ সংখ্যা

বয়ানুল কুরআন

পবিত্র কুরআনের সরল বঙ্গানুবাদ—ছুরা মা-এদা

—মৌলবী মুমতায আহমদ
মুবাল্লেগ, সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়া

১৪ রুকু ৮ আয়াত ১০২—১০৯

১০২। হে মুমিনগণ! তোমরা এমন বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইলে তোমাদিগকে কষ্টে ফেলিবে। এবং যদি তোমরা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় সে সম্বন্ধে প্রশ্ন কর তাহা হইলে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহ সেইগুলি বাদ দিয়াছেন এবং আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম সহনশীল।

১০৩। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এক জাতিও এইভাবের প্রশ্ন করিয়াছিল। অতঃপর (জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইলে) তাহারা উহা পালন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল।

১০৪। আল্লাহ (কোন উষ্ট্রী বা ছাগীকে) বহিরা, ছায়েবা, অছীলা অথবা হামি করিয়া দেন নাই। পরন্তু কাফেরগণই আল্লার উপর এই সমস্ত মিথ্যা কথা রচনা করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই নির্ব্বোধ।

১০৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার দিকে এবং এই রছুলের দিকে আগমন কর তখন তাহারা বলে আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যে পথে পাইয়াছি উহাই যথেষ্ট। (বলত) যদিও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কোন কিছু না বুঝিয়া থাকে এবং সুপথগামী না হইয়া থাকে তবুও কি?

১০৬। হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর তোমাদের দায়িত্ব। তোমরা যখন সুপথগামী হইবে তখন অন্য কেহ বিপথগামী হইলেও তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। আল্লার নিকটই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্ত্তন এবং তিনিই তোমাদিগকে তোমাদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

১০৭। হে মুমিনগণ! তোমাদের কাহারও মৃত্যু সন্নিকট হইলে অছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়বান লোক হাযির থাকিতে হইবে। এবং যদি প্রবাসে থাকা কালে মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে অপরদের মধ্য হইতে দুইজন লোকও হাযির থাকিতে হইবে। যে দুইজনের সাক্ষাতে অছিয়ত করা হইবে যদি (উত্তরাধিকার বণ্টন কালে) তাহাদের উপর তোমাদের সন্দেহ হয় তবে তাহাদিগকে নমাযান্তে অপেক্ষা করিতে বল অতঃপর তাহারা যেন এই বলিয়া আল্লার নামে শপথ করে যে আমরা কখনও সাক্ষ্যের বিনিময়ে কোন স্বার্থ গ্রহণ করিব না যদিও কোন পক্ষ আমাদের নিকট আত্মীয় হয় এবং আল্লার নামের সাক্ষ্য গোপনও করিব না। যদি করি তবে আমরা পাপাচারীদের পর্য্যায়ভুক্ত হইব।

১০৮। কিন্তু যদি অবগত হওয়া যায় যে ঐ দুই ব্যক্তি (সাক্ষ্য দানে) অন্যায় করিয়াছে তবে যাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে অপর দুই এরূপ ব্যক্তি ঐ সাক্ষীদ্বয়ের স্থলে দণ্ডায়মান হইবে যাহাদের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকতর সুযোগ ছিল এবং (তাহারা) আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিবে নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য ঐ উভয়ের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমা লঙ্ঘন করি নাই। নিশ্চয় আমরা (যদি সীমা লঙ্ঘন করিয়া মিথ্যা বলিয়া থাকি) তবে অত্যাচারীদের শ্রেণীভুক্ত হইব।

১০৯। ইহা সঠিক সাক্ষ্য দানের নিকটতম পন্থা। অথবা যেন সাক্ষীরা ভয় করে যে তাহাদের শপথকে পরবর্ত্তীদের শপথের দরুণ পরিত্যাগ করা হইবে। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (তাঁহার বিধান মনোযোগের সহিত) শ্রবণ কর। এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করেন না।

১৫ রুকু ৭ আয়াত ১১০—১১৭

১১০। যে দিন আল্লাহ রছুলগণকে একত্রিত করিবেন এবং বলিবেন (তোমাদের উম্মতগণ তোমাদের প্রদর্শিত পথে চলার দরুণ) তোমরা কিভাবে গৃহীত হইয়াছ? তাহারা বলিবে (আমাদের মৃত্যুর পর তাহারা কোন পথ অবলম্বন করিয়াছে সে সম্বন্ধে) আমাদের কোন অবগতি নাই। নিশ্চয় তুমিই অগোচর বিষয় সমূহের পরম জ্ঞাতা।

১১১। যখন আল্লাহ বলিয়াছিলেন হে মরিয়ম তনয় ঈছা! তোমার ও তোমার মাতার প্রতি আমার প্রদত্ত নিয়ামতকে স্মরণ কর। যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলাম, শৈশব কালে ও প্রৌঢ়াবস্থায় তুমি জ্ঞান পূর্ণ কথা বলিতে এবং যখন আমি তোমাকে শরীয়ত এবং ইহার তত্ত্বজ্ঞান এবং তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম এবং যখন তুমি আমার আদেশে কাদা দ্বারা পক্ষীর আকার সদৃশ (বস্তু) গঠন করিতে তৎপর উহাতে ফুৎকার দান করিতে অতঃপর উহা আমার আদেশে উড্ডীয়মান হইত এবং তুমি আমার আদেশে অন্ধ ও কুষ্ঠগ্রস্তকে নিরাময় করিয়া দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতকে জীবন দান করিতে এবং যখন আমি তোমা হইতে ইছরাইলের সন্তানগণকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিলাম যখন তুমি তাহাদের নিকট প্রমাণসমূহ আনয়ন করিয়াছিলে তখন তাহাদের যাহারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল ইহাও প্রকাশ্য যাদু।

১১২। এবং যখন আমি হাওয়ারিগণের নিকট ওহী নাযিল করিয়াছিলাম যে তোমরা আমার প্রতি ও আমার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তখন তাহারা বলিয়াছিল আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম অতএব তুমি সাক্ষী থাকিও যে নিশ্চয় আমরা আত্ম সমর্পণকারী।

১১৩। এবং যখন হাওয়ারিগণ বলিয়াছিল হে মরিয়ম পুত্র ঈছা! তোমার প্রভুর কি সামর্থ্য আছে যে আমাদের নিকট আকাশ হইতে খাদ্য অবতরণ করিতে পারেন? সে বলিল যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হইয়া থাক তবে আল্লাহকে ভয় কর।

১১৪। তাহারা বলিল আমরা চাহিতেছি যে আমরা উহা হইতে ভক্ষণ করিব এবং আমাদের হৃদয়ে শান্তি আসিবে এবং আমরা জানিয়া লইব যে আমাদের সঙ্গে তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ইহার উপর আমরা সাক্ষী থাকিব।

১১৫। মরিয়ম তনয় ঈছা বলিয়াছিল হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভো! তুমি আকাশ হইতে আমাদের নিকট খাদ্য অবতরণ কর! উহা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীদের জন্য ঈদ হইবে এবং তোমার পক্ষ হইতে এক নিদর্শন হইবে এবং তুমি আমাদিগকে উপজীবিকা দান কর এবং তুমি দাতাগণের শ্রেষ্ঠতম।

১১৬। আল্লাহ্‌ বলিলেন নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট উহা অবতরণ করিব। ইহার পর তোমাদের যে কেহ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে নিশ্চয় আমি তাহাকে এমন শাস্তি দিব যেরূপ শাস্তি বিশ্বের অন্য কাহাকেও দিব না।

১৬ রুকু ৫ আয়াত ১১৭—১২১

১১৭। এবং যখন আল্লাহ বলিয়াছিলেন হে মরিয়ম পুত্র ঈছা তুমি কি মানুষকে বলিয়াছিলে যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে আরও দুই উপাস্য করিয়া লও? সে বলিল তুমি পবিত্র আমার সাধ্য কি যে আমার যাহা বলার কোন অধিকার নাই তাহা আমি বলিব? যদি আমি উহা বলিয়া থাকি তাহা হইলে ত তাহা তুমি অবগত আছ। আমার অন্তরে যাহা আছে তাহা তুমি জান এবং তোমার অন্তরে যাহা আছে তাহা আমি জানি না। নিশ্চয়ই তুমি অগোচর বিষয় সমূহের উত্তম জ্ঞাতা।

১১৮। আমি ত তাহাদিগকে অন্য কিছু বলি নাই। শুধু তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছিলে তাহাই বলিয়াছিলাম যে আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লার এবাদত কর। এবং আমি তাহাদের মধ্যে যতদিন ছিলাম ততদিন তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম এবং যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছিলে তখন হইতে তুমিই তাহাদের রক্ষক ছিলে। এবং তুমিই প্রত্যেক বিষয়ের সম্যক তত্ত্বাবধায়ক।

১১৯। যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দেও তবে নিশ্চয় তাহারা তোমার বন্দা এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময়।

১২০। আল্লাহ বলিলেন আজ সত্যবাদিগণের সত্যতা তাহাদের উপকারে আসিবে। তাহাদের জন্য এমন বাগান সমূহ রহিয়াছে যাহার নিম্ন দিয়া নদী সমূহ প্রবাহিত। তাহারা তথায় সদা বাস করিবে। আল্লাহ তাহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লার প্রতি সন্তুষ্ট। ইহাই মহাসফলতা।

১২১। আকাশ সমূহ, পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা আছে সেই সমস্তের মালিক একমাত্র আল্লাহ। এবং তিনি প্রত্যেক অভিপ্রেত বিষয়ের উপর পূর্ণ শক্তিমান।

একটি সুসংবাদ!

ছাত্র ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জন্য 'পাক্ষিক আহমদীর' মূল্য হ্রাস। অগ্রিম ৪৲ টাকা স্থলে ২৲ টাকা মাত্র।

হযরত খলফাতুল্‌-মছীহ্‌ ছানী (আইঃ)এর খেদমতে একজন তুরস্কবাসীর প্রেরিত চিঠি

"আহমদীয়ত প্রকৃতপক্ষে ইছলামের একটি উজ্জ্বল চাকচিক্যময় ছবি আহমদীয়ত যে প্রশংসনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে অপর মুছলমানগণও উহার অনুগমন করুক ইহাই কামনা করি।"

[আঙ্কারা, ২০শে নভেম্বর, ১৯৫৬ ইং]

অনুবাদঃ— মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ, মুরব্বি, সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়া

ছয়্যিদনা হযরত খলীফাতুল মছীহ!

আচ্ছালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহে ও বরাকাতুহু—

ইহা আমার বড় সৌভাগ্য যে এখানে হিন্দুস্তানের একজন মুছলমান বিচক্ষণ আলিমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে যিনি আমাকে আহমদীয়ত এবং আপনার ইছলামের সেবা সম্বন্ধে অবগত করেন। আল্লার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনার জীবনকে মঙ্গলপূর্ণ করেন এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আপনি তাঁহার ধর্ম্মের সেবা কার্য্যের দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতে থাকেন।

আমি অনুতাপের সহিত এ কথা স্বীকার করিতেছি যে, এই হিন্দুস্তানী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আহমদীয়ত সম্বন্ধে আমার তত্ত্বদর্শী অবগতি ছিল না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আহমদীয়তই প্রকৃত ইসলাম যাহা উন্নতির প্রতীকস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকতা পূর্ণ করিতে সমর্থ। আপনি বিশ্বের সাক্ষাতে যে পয়গাম উপস্থিত করিতেছেন তাহা আমি আপনার রচিত পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা দ্বারা পাইয়াছি। এই ভূমিকা একটি জ্ঞানপূর্ণ কিতাব যাহা আল্লার বিশেষ সাহায্য কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করায় অনেক বিষয় সম্বন্ধে আমার বহু সন্দেহ দূর হইয়াছে।

আমি আপনার অনুমতিক্রমে তুর্কী জাতির অতীত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মীয় অবস্থা আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত করিতে চাহিতেছি। এখন তুর্কী জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মীয় জাগরণের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তবে উচ্চ শিক্ষিতেরা এখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রতি তত মনোযোগ দিতেছে না। কারণ তাহারা দেশের উন্নতির পক্ষে বিঘ্নকর অনেকগুলি দোষের জন্য ইছলামকে দায়ী করিতেছে। বস্তুতঃ সমস্ত দোষের ভাগী মোল্লারা ছিল। কামাল আতাতুর্কের হাতে আনীত বিপ্লব যত দিন না তাহাদের প্রভাবকে দূর করিয়া দিয়াছিল তাহারা প্রগতি বিরোধী স্থবিরতার প্রশ্রয়দাতা ছিল। রোমান বর্ণমালার প্রচলনের পর হইতে ইছলাম সম্বন্ধে শিক্ষিত শ্রেণীর জ্ঞান ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। বর্ত্তমানে উহা নাই বলিলেও চলে। এই জন্যই এই শ্রেণীর লোকের নিকট ইছলাম এবং মোল্লা একই অর্থবোধক। মোল্লাদিগকে চরমভাবে ঘৃণা করার ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্তগণ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কারণ মোল্লারাই গত অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপীয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপন্থী ছিল; এবং ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্তাম্বুল ইউনিভার্সিটির দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের প্রভাবের ফলে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট 'কাফিরের আবিষ্কার' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। মোটের উপর প্রত্যেক উপকারী এবং অবশ্য করণীয় জিনিষগুলিকে 'কাফিরের আবিষ্কার' বলিয়া তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই। অথচ তাহারাই রাশিয়া এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের হাতের অস্ত্র রূপ ছিল। এই জন্যই তুর্কী সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মনে মুল্লাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের যে বিক্ষোভ দেখা যায় তাহার শিকড় সমূহ খুবই গভীর।

একজন সাধারণ শিক্ষিত তুর্কী কমিউনিজমকে ঘৃণা করে। কিন্তু অপর দেশবাসী শিক্ষিত মুছলমানের তুলনায় তাহারা পাশ্চাত্য [illegible] পদ্ধতিকে—বিশেষ করিয়া আমেরিকার জীবন যাত্রার প্রণালীকে—অধিকতর পছন্দ করে এবং অনুকরণ করিয়া থাকে।

আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে তুরস্কের জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মীয় জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী মুল্লাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কতকগুলি অবশিষ্ট জাহিল বর্ত্তমান ধর্ম্মীয় জাগরণের প্রশংসনীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের চেষ্টায় রত আছে।

এইভাবে তুর্কী জনসাধারণের হৃদয়ে ইছলাম যতই বদ্ধমূল থাকুক না কেন উহা এমন স্তরে নামিয়া পড়িয়াছে যে কোন কোন বাক্য তোতার মত আওড়াইয়া আবৃত্তি করিতে দেওয়া হয়; এবং এবাদত স্বরূপ মেশিনের মত [illegible] অঙ্গ ভঙ্গির প্রদর্শনী করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইছলামের শিক্ষা এবং ইহার উপস্থিতকৃত উদ্দেশ্যাবলীর যথার্থ জ্ঞানার্জ্জন ব্যতীত প্রকৃত ইছলাম কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই জন্য আমি অতি জোর দিয়া এই কথা বলিতেছি যে প্রাচ্যের সমস্ত ইছলামী দেশে কুরআন শরীফ এবং হাদীছের কিতাবগুলি তথাকার ভাষা সমূহে সস্তা দরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক। উনত্রিশ বৎসরের মধ্যে তুর্কী ভাষায় কুরআন মজীদের তিনটি অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং এমন ধর্ম্মীয় বিষয় সমূহের ডিরেক্টর জেনারেল কুরআন মজীদের একটা সর্ব্বজন উপযোগী এডিশন সঙ্কলনে রত আছেন।

(৩য় পৃঃ ২য় কঃ দ্রঃ)

হজরত মোস্‌লেহ মউদ

দাবীর চতুর্দ্দশ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে

(দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম)

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। আর অধুনা ভারতী পাঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানা সহর এক স্মরণীয় পুণ্য তীর্থ। কেননা সেই দিন ২০শে ফেব্রুয়ারীর এই পুণ্য তিথিতে সেই পুণ্য-স্থানে এরূপ এক মহা পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল হাজার হাজার বৎসর যাবত আল্লাহর বাণীতে এবং অগণিত নবী-রসুলদের মুখে যাঁর আগমনের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি মোস্‌লেহ মউদ—প্রতিশ্রুত সংস্কারক। কেননা পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম পুস্তক দিতে বর্ণিত কোরান ও হাদিসের প্রতীক্ষিত ও প্রতিশ্রুত সংস্কারক তিনি। তিনি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান ইমাম হজরত মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ বই আর কেহই নহেন। তিনি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ)এর দ্বিতীয় পুত্র এবং তাঁহার দ্বিতীয় খলিফা।

আমি বলিয়াছি তিনি হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত ধর্ম্ম নেতা ও কর্ম্ম বীর। আমার যুক্তি এই যে তাঁর আবির্ভাব হইয়াছিল হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর নিকট এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার মহান পিতা আখেরী জমানার ইমাম মাহদী এবং মসিহ মউদ হজরত মির্জা গোলাম আহমদের নিকট অবতীর্ণ ঐশী-বাণী সমূহ অনুসারে। আর হজরত আহমদ (আঃ)এর আবিভাব হইয়াছিল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যাঁহার আগমণের বার্ত্তা তৌরাতে ও হজরত এব্রাহীম (আঃ)এর নিকট অবতীর্ণ ঐশী-বাণীতে পাওয়া যায়। তাহা আমাদিগকে অন্ততঃ পক্ষে কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লইয়া যায়। কিন্তু এই অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বাদ দিলেও হজরত মসিহ মউদ (আঃ)এর আগমনের বার্ত্তা কোরান ও হাদিস ছাড়া হিন্দুদের গীতা ও পুরাণ, পারশিকদের জেন্দাবেস্তা বৌদ্ধদের ত্রিপিটক প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়। শেষ যুগের সেই মসিহ মউদ সম্বন্ধে হাদিসে বলা হইয়াছে ইয়াতাজা ওয়াজু ও ইউলাদু লাহু অর্থাৎ শেষ যুগের ইমাম মাহদী এবং প্রতিশ্রুত মসিহ একা আসিবেন না, বরং তিনি আল্লাহর অভিপ্রায় অনুসারে একটি বিশিষ্ট পরিবারে বিবাহ করিবেন এবং তাহার ফলে আল্লাহ তাঁহাকে সন্তান দান করিবেন। তন্মধ্যে তাঁহার এক পুত্র বিশেষ মর্য্যাদার অধিকারী হইবেন এবং তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের বিরাট উন্নতি সাধন করিবেন। এইরূপে মসিহ মউদ (আঃ)এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এক প্রতিশ্রুত পুত্রের আগমনেরও ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল।

কথাটা স্পষ্ট হইল হজরত মসিহ মউদ (আঃ) এর আবির্ভাবেরও পর যখন মোসলেহ মউদের আগমন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। পূর্ব্বে যাহা নবীদের নিকট অবতীর্ণ ভবিষ্যবাণী সমূহে আভাষে-ইঙ্গিতে বলা হইয়াছিল, তাহা এবার মসিহ মউদ (আঃ)এর নিকটে অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র স্পষ্ট বাণীতে বলা হইল। এবার কুয়াসার কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেল। উজ্জ্বল দিবাকর গগণে উদ্ভাসিত হইল এবং সকল সন্দেহের অবসান হইল। আল্লাহর বাণীতে নিম্নলিখিত ভাষায় এই কর্ম্মবীর এবং ধর্ম্ম-নেতার আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হইল :—

"তোমাকে সুসংবাদ দিতেছি যে তোমাকে এক সম্মানিত ও পুত-চরিত্র পুত্র দান করা হইবে। এক প্রতিভাশালী পুত্রের তুমি অধিকারী হইবে। সেই পুত্র তোমারই সন্তান ও বংশধর হইবে............। সে গৌরব, মহত্ব এবং সম্পদশালী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং অনেককে নিজের চিকিৎসক-সুলভ গুণে এবং সত্য-স্পৃহার আশীষ-বলে রোগ-মুক্তি দিবে। সে আল্লাহর বাণী; কেননা খোদার করুণা এবং আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানতা তাহাকে প্রশংসা বাণীর বশবর্ত্তী হইয়া প্রেরণ করিয়াছে। সে অতি ধীমান ও বুদ্ধিমান হইবে এবং ধীরমতি হইবে এবং বাহিক ও আভ্যন্তরীণ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে তাহাকে পূর্ণ করা হইবে। ......। মূল্যবান ও আকাঙ্খিত প্রিয় সন্তান সে, আদি ও অন্তের প্রকাশ সে; সত্যং শিবং সুন্দরমের বিকাশ সে, যেন স্বর্গ হইতে আল্লাহ অবতরণ করিয়াছেন। যাঁহার অবতরণ অভিনন্দিত এবং ঐশী-মহিমা বিকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে জ্যোতিঃ, যাহাতে আল্লাহ তাঁর প্রসাদের সুগন্ধ মাখিয়াছেন। আমরা তার মধ্যে স্বীয় আত্মা ঢালিব এবং তাহার মাথার উপরে খোদার ছায়া থাকিবে। সে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি করিবে এবং বন্দীদের মুক্তির কারণ হইবে এবং দুনিয়ার কোণে কোণে খ্যাতি অর্জ্জন করিবে এবং বহু জাতি তার থেকে আশীষ পাইবে।" ইশ্‌তাহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

হজরত মসিহ মউদ (আঃ) আরও বলেন :—

"একদা এক স্বপ্নে মোস্‌লেহ মউদ সম্বন্ধে আমার মুখ দিয়া এই কবিতা বাহির হইয়াছিল—

"হে রসুলদের গৌরব! তোমার আগমন যে ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা আমার জানা ছিল; বহু দিন পর তুমি আসিয়াছ; বহু দূর-দূরান্ত থেকে তুমি আসিয়াছ।" এবং তৎপর "সে মহাপ্রতিভ হইবে এবং সৌন্দর্য্য ও সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণাবলীতে তোমার অনুরূপ হইবে।" ইশ্‌তাহার, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর দাবী কারক :

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে হজরত খলিফাতুল মসিহ সানীই সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রতীক প্রতিশ্রুত সংস্কারক কি না, তিনি সেই সংস্কারক বলিয়া নিজে দাবী করেন কি না, না, শুধু আমরা তাঁহার অনুবর্ত্তিরাই তাঁহার সম্বন্ধে এই দাবী করিতেছি। এ বিষয়ে তিনি নিজেই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং সকল সন্দেহের অবসান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"যে খোদার মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা অভিশপ্ত ব্যক্তিদের কার্য্য এবং যাঁহার বাণীপ্রাপ্তির মিথ্যা দাবীকারক কখনও শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারে না আমি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম এবং ক্রোধাধিকারী খোদার শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতেছি যে খোদাতা'লা আমাকে এই লাহোর শহরের অন্তর্গত ১৩ নং টেম্পল রোডস্থিত শেখ বশীর আহমদ সাহেবের বাড়ীতে সংবাদ দিয়াছেন যে আমিই মোস্‌লেহ মাউদএর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার মূর্ত্তবিকাশ এবং আমিই সেই মোস্‌লেহ মউদ যাহার মধ্যবর্ত্তিতায় দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ইসলাম পৌছিবে এবং দুনিয়ায় তৌহীদ (একেশ্বর-বাদ) স্থাপিত হইবে।" 'আল-ফজল', ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪৪ ইং।

কুমারীদের প্রতীক্ষিত বর :

খোদাতা'লা তাঁহার প্রিয় দাসদিগকে নানারূপ ভাষায় বর্ণনা করেন। বাইবেলে এক ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে কুমারিগণ এক মহাপুরুষের আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। সে আজ ১৯০০ বৎসরের পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণী। আর একমাত্র মোসলেহ মাউদ ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম সংস্কারক এই দাবী করেন নাই যে সেই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার আগমনে

তুরস্কবাসীর প্রেরিত চিঠি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এই দিকে মুস্কিল হইল তুর্কী ইমাম এবং মুওয্যিন সামগ্রিকভাবে এত ট্রেনিং প্রাপ্ত নহেন যে তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা কুরআন মজীদের আরবী শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য—না হওয়ার মত। ইহা আরও অধিকতর আক্ষেপ জনক যে তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নাই। সমগ্র দেশে দীনীয়াত শিক্ষার যে একমাত্র বিভাগ রহিয়াছে উহা এই কার্য্যের জন্য একেবারে অকিঞ্চিৎকর।

হে মহা মহিম শিক্ষক! এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করায় আমি আপনার অনেক সময় নিয়াছি। এই জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। কিন্তু এইরূপ করায় আমার উদ্দেশ্য অতীত এবং বর্ত্তমান অবস্থার আলোতে একটা বিখ্যাত ইছলামী দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা যেন আপনার মনোযোগ এবং দৃষ্টি আকর্ষণের উপায় হয়। আহমদীয়ত যে প্রশংসনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছে অপর মুছলমানগণকেও যেন ইহার অনুসরণকারী দেখি, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। হাঁ, সেই আহমদীয়তের যাহা প্রকৃত অর্থে ইছলামের এক উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় ছবি; এবং বর্ত্তমান প্রগতি-শীল পৃথিবীর জরুরত সমূহ সুন্দরভাবে পূর্ণ করিতে সক্ষম। অবশেষে, আমি আপনার পবিত্র হস্তে চুম্বন দান করতঃ প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি আমাকে আপনার দোয়ায় স্মরণ রাখিবেন।

আপনার নগণ্য ভৃত্য—

ছেনাছী ছয়বর—আঙ্কারা, তুরস্ক।

পূর্ণ হইয়াছে। বিগত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের 'আল-ফজল' পত্রিকায় তিনি ঘোষণা করেন :—

"বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলিতেছি যে আমিই সেই ব্যক্তি যার জন্য কুমারিগণ বিগত ১৯০০ বৎসর যাবৎ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই কথা বলিবার সময় আমি দেখিলাম কয়েক জন কুমারী পরিষ্কার-বসনা, সাত কি নয় জন, "আসসালামু আলায়কোম" বলিতে বলিতে আমার দিকে তাড়াতাড়ি আসিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে কয়েক জন আশীষ লাভের উদ্দেশ্যে আমার বস্ত্র স্পর্শ করিয়া বলিতেছে "হাঁ, হাঁ, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দিয়া আমরা বলিতেছি যে আমরা বিগত ১৯০০ বৎসর পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষায় আছি।"

এই স্থলে কুমারী অর্থ এমন দেশ-সমূহ যেখানে এখনও ইসলামের বাণী পৌঁছে নাই বা সেই সমস্ত জাতি যাহারা এখনও ইসলামের আশীষ লাভ করে নাই। বিগত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে হজরত মোসলেহ মাউদ স্বাস্থ্য লাভের বাসনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং তথায় ইসলামের বাণী পৌঁছান। অধিকন্তু লণ্ডনে থাকা কালে ইংলণ্ড, ইটালী, জার্ম্মেণী, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় অবস্থিত আহমদী মিশনারীদের এক কন্‌ফারেন্স আহ্বান করেন। অতএব এই ভ্রমণ ব্যাপদেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে এই সমস্ত দেশ ইসলাম প্রচারের দিক দিয়া একেবারে Virgin lands—তাহারা ইসলামের বাণীর প্রতীক্ষায় একান্ত উৎসুক হইয়া বসিয়া আছে। যদি উপযুক্ত মতে সেই সেই দেশে ইসলাম প্রচার করা হয়, তবে অচিরেই তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবে।

হজরত মোসলেহ মউদ খেলাফত পদে অধিষ্ঠিত হওয়া অবধি যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া দেশ-বিদেশে ইসলাম প্রচারের শান্তিপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও তাঁহার ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং বার্দ্ধক্য সত্বেও যেরূপ জমাতকে এই পবিত্র কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে তিনিই যে সেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক যাঁহার নাম দুনয়ার কোণে কোণে প্রচারিত হইবে তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রথম খলিফা হজরত মৌলানা নূরুদ্দীন মরহুমের তিরোধানের পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খেলাফত পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন জমাতের লোক সংখ্যা এবং অর্থ বল অতি নগণ্য। কিন্তু এতদসত্বেও তিনি ধীরে ধীরে ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ও কানাডা, পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট, সিয়েরা লিয়ন, নাইজিরিয়া, মরিশাস, যাবা সুমাত্রা, ব্রহ্ম-দেশ, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও আর্জ্জেন্টাইন রিপাব্লিক, ইউরোপের স্পেন, সিসিলি, আলবানিয়া, হাঙ্গেরী, জার্ম্মেণী, স্কেণ্ডেনেভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, প্যালেষ্টাইন ও মিশর প্রভৃতি দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রচার-কেন্দ্র ও মসজিদ স্থাপন করেন। দুনয়াতে কত স্বাধীন মোসলমান রাজ্য, অগণিত মোসলমান রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমরা, বণিক এবং শিল্পপতি ছিলেন এবং আছেন। কাহারও ইসলাম প্রচারের এই পুণ্য কার্য্যের প্রতি মনোযোগ বা তাহা সাধন করিবার শক্তি হইল না। পরাধীন পাক-ভারত উপমহাদেশের দরিদ্র এবং মুষ্টিমেয় আহমদিয়া সম্প্রদায় তাহাদের প্রতিশ্রুত খলীফার নেতৃত্বে এই কার্য্যের সূচনা করিলেন এবং ইসলাম প্রচারের এই শান্তিপূর্ণ অভিযানকে দিন দিন স্বার্থক এবং ব্যাপক করিয়া তুলিতেছেন। তাই, আজ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধে এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত দুনয়ার সর্ব্বত্র একদিকে যেমন অসংখ্য খৃষ্টান এবং একেবারে ধর্ম্ম-ভাব বর্জ্জিত নাস্তিক এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী আহমদী প্রচারকদের কর্ম্ম-তৎপরতার ফলে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা হজরত মাহমুদ আইয়্যাদাহুল্লাহর নাম ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে এবং করিতেছে। সুতরাং শত্রুগণ যাহাই বলুক না কেন, হজরত মসিহ মউদ (আঃ)এর নিকট অবতীর্ণ আল্লার বাণীতে নিহিত "দুনয়ার কোণে কোণে" খ্যাতি অর্জ্জনের ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ থাকিতে পারে না। একদিকে যেমন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আজ শ্বেত ও কৃষ্ণকায় খৃষ্টানগণ আহমদিয়া সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া তথাকার প্রচার কেন্দ্র সমূহের সফলতা প্রমাণ করিতেছেন, অপর দিকে তেমনি পশ্চিম আফ্রিকায় প্রায় ৬০০০০ পৌত্তলিক এবং খৃষ্টান আহমদিয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিম আফ্রিকার নব-নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপক সভায় আহমদী সদস্যের সংখ্যা চার কি পাঁচ জন। যাবা এবং সুমাত্রায়ও আল্লাহতা'লা আমাদের প্রচেষ্টাকে বিপুল সফলতা দান করিয়াছেন।

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই প্রতিশ্রুত সংস্কারক অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও প্রতিভা এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের অধিকারী হইবেন। আমরা ইহার অসংখ্য প্রমাণ পাইয়াছি। পাক-ভারত উপমহাদেশে মোসলমান জাতিকে তিনি প্রতি সঙ্কট মুহূর্ত্তে পথ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতির একাংশ তাঁহার কথায় প্রথমে কর্ণপাত করে নাই বটে কিন্তু পরিশেষে মোসলমান জাতির যাঁরা brain trust (বুদ্ধিশীল মহল) তাঁরা তাঁর প্রদর্শিত পথই নির্ব্বাচন করিয়া অজেয় শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং পাকিস্তান লাভ করিয়াছেন। কাশ্মীরের সফল মুক্তি আন্দোলন তাঁরই প্রজ্ঞার দান। এই প্রকারে তিনি তথাকার দরিদ্র মোসলমানদিগকে ডোগরা-রাজের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া "বন্দীদের মুক্তি-দাতা হইবেন" এই ভবিষ্যদ্বাণীর স্বার্থকতা সাধন করিয়াছেন বলিলে বিরুদ্ধ-বাদীদের চটিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান পরস্পরা বিবেচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি বিদ্যা-শিক্ষার দিক দিয়া কোন স্কুল বা মাদ্রাসার পরীক্ষায় কোন দিনই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অথচ তাঁর রচিত "কোরানের তফসীর" "তফসীরে কবীর," "আহমদিয়ত ইয়ানে হাকিকী ইসলাম," "ইসলাম মে এখ্‌তেলাফাতকা আগাজ", "নেহরু রিপোর্ট পর তব্‌সেরাহ্‌," "ইসলাম কা এক্‌তেসাদী নেজাম," "ইসলাম আওর মিল্‌কিয়্যাতে জমিন" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে ধর্ম্ম, ইতিহাস, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে তাঁর জ্ঞান কত গভীর।

কোরানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য সমস্ত উলামা সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন যে কোন একটি সভায় সমবেত হইয়া লটারীযোগে কোরানের কোন অংশ নির্ব্বাচন করিয়া সেই সভাস্থলে বসিয়া তিনি এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদী উলামা বা উলামাগণ কোরানের সেই অংশটুকুর ব্যাখ্যা লিখুন এবং উভয় ব্যাখ্যাই দুনয়ার সুধীমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করা হউক এবং বিচার হউক যে কোন্ ব্যাখ্যাটি অধিকতর সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মোসলমান আলেম সম্প্রদায় এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা মাত্র গালি-গালাজ এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরুদ্ধাচরণেই তাঁহাদের কর্ম্ম-তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

খোদার অশেষ অনুগ্রহে তাঁহার তত্বাবধানে আহমদিয়া সম্প্রদায় আজ উর্দ্দু ভাষা ব্যতীত দুনয়ার আটটি বড় বড় ভাষায় কোরানের তর্জ্জমা করিয়াছেন। ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মেণ, ডাচ, স্পেনিশ, রাশিয়ান, লাটিন এবং সোহেলী ভাষায় এই সমস্ত তর্জ্জমা করা হইয়াছে। আজ খোদার অনুগ্রহে দুনয়ার সমস্ত জাতির মধ্যে কোরানের বাণী প্রচার করিবার এই বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা এই মোসলেহ মউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) এর মুষ্টিমেয় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে।

আমরা আজ সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমানকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে ইসলামকে তার পূর্ব্ব গৌরব ও স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার যাঁরা স্বপ্ন দেখেন তাঁরা জানিয়া রাখুন যে ইসলামের সমস্ত ভাবী বিজয় আল্লাহতা'লা হজরত মাহমুদ মোসলেহ মউদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁরই নেতৃত্বাধীনে কম্যুনিজমের পতন হইবে, Kremlin will come crumbling down. দুনয়া জোড়া ইসলামের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে, পাশ্চাত্য জাতিপুঞ্জ ইসলাম গ্রহণ করিবে; সকল দ্বন্দ-কলহের, সকল সংঘর্ষ এবং সংঘাতের অবসান হইবে, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বহু ভাঙ্গাই গড়া হইবে, বহু গড়াই ভাঙ্গা হইবে। সমস্ত পৃথিবী পরিণত হইবে 'সায়ীদান জুরুজা' বা এক বিশাল সমতল ভূমিতে। ক্যাপিটেলিজম এবং কম্যুনিজমের গগণ-চুম্বী সৌধ সেইদিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। উচ্চ-নীচ শ্বেত-কৃষ্ণ, ধনী, নিধন পূর্ব্ব-পশ্চিম, সকলের ভেদাভেদ সেইদিন শেষ হইবে। এক নূতন আকাশ এবং নূতন পৃথিবী সেইদিন সৃষ্ট হইবে এবং এক নয়া বেরুশালেমের প্রতিষ্ঠা হইবে আর তখন বিশ্বজনের মিলিত কণ্ঠে সমুচ্চস্বরে উচ্চারিত হইবে "সালামা, সালামা" শান্তি, শান্তি ওঃ শান্তি!! শুনিতে হয়, তবে শুন, মানিতে হয়, তবে মান। কিন্তু মনে রাখিও, শুনিতে একদিন হইবেই, মানিতে একদিন হইবেই।

পরিশেষে, আমাদের মিলিত প্রার্থনা এই যে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্বের পিতা আল্লাহ্‌র।

এক নজরে মাহমুদ-চরিত

[মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী]

১৮৮৪ সালের প্রথম দিকে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) কর্তৃক এক অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন সন্তান জন্ম হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী।

১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক বিশেষ প্রচারপত্র দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা।

১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বর 'সবুজ ইস্তাহার' প্রকাশ।

১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী, 'সোমবার' মাহমুদের জন্ম।

১৯০৬ সালে 'তাশহিজুল আজহান' সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সালে একই নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশ করেন। মাহমুদ ইহার সম্পাদক হন। সালানা জলসায় সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা করেন। বিষয় ছিল শেরেকের মূলোৎপাটন।

১৯০৭ সালে ঐ পত্রিকা মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

১৯০৮ সালের ২৬শে মে হজরত মসিহ মউদ (আঃ) এর ওফাত। মাহমুদের প্রতিজ্ঞা যে কথনও মসিহ মাউদ (আইঃ) এর আদর্শ হইতে দূরে যাইবে না।

হজরত মৌলবী নূরুদ্দীন (রাঃ) এর খেলাফত লাভ।

১৯১১ সালে মাহমুদ কর্তৃক 'আঞ্জুমান আনছারুল্লা'র প্রতিষ্ঠা।

১৯১৩ সালের ১৮ই জুন—প্রথম সাপ্তাহিক 'আল-ফজল' প্রকাশিত। পরে ইহা দৈনিকের রূপ নেয়।

১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চ শুক্রবারে হজরত মৌলবী নূরুদ্দীন খলিফাতুল মসিহ আওয়ালের ওফাত।

১৪ই মার্চ হজরত মাহমুদ দ্বিতীয় খলিফারূপে নির্ব্বাচিত হন। মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ মাহমুদের হাতে বয়েত গ্রহণ করিতে বিরত থাকেন।

১৯১৫ সালে মিনারাতুল মসিহ নির্ম্মাণের স্থগিত কার্য্য সম্পন্ন আরম্ভ। কাজী আবদুল্লাহ সাহেবকে মোবাল্লেগ স্বরূপে লণ্ডন প্রেরণ।

১৯১৬ সালে ১ম পারা কোরআনের উর্দ্দু ও ইংরাজী তরজমা ও তফসীর প্রকাশ।

১৯১৭ সালে হজরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবকে মুবাল্লিগ স্বরূপে লণ্ডন প্রেরণ।

১৯১৮ সালে জীবন ওয়াকফের তহরীক নব-প্রবর্ত্তন।

১৯১৯ সালে হজরত মাহমুদ কর্তৃক বিভিন্ন নেজারতের প্রতিষ্ঠা।

১৯২০ সালে আমরিকায় হজরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবকে প্রথম মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ। খেলাফত আন্দোলনে ও অসহযোগ আন্দোলনে প্রকৃত পথ-প্রদর্শন।

১৯২১ সালে হিজরত আন্দোলনে পথ প্রদর্শন। মৌলবী আবদুর রহীম নাইয়ার সাহেবকে পশ্চিম আফ্রিকায় প্রেরণ ও বার্লিনে মৌলবী মোবারক আলী সাহেবকে প্রেরণ।

১৯২২ সালে মজলিশে শোরা ও লাজনা এমাউল্লাহ প্রতিষ্ঠা।

১৯২৩ সালে 'মালকানা ক্যাম্পেইন' পরিচালনা; মিশরে শেখ মোহাম্মদ ইরফানী সাহেব কর্তৃক তবলিগ কার্য্য আরম্ভ।

১৯২৪ সালে লণ্ডন সফর। 'আহমদিয়ত' অর ট্রু ইসলাম' (Ahmadiyyat or The true Islam) পুস্তক প্রকাশ। কোরান বর্ণিত সঠিক লীগ অব নেশান্‌স্ সম্বন্ধে আলোচনা।

আফগানিস্তানে আহমদীয়া মুবাল্লিগ মৌলবী নিয়ামতুল্লা খানকে পাথর ছুড়িয়া কতল করা হয়।

লণ্ডন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

১৯২৫ সালে মেয়েদের মাদ্রাসা স্থাপন।

১৯২৭ সালে ধর্ম্ম-নেতাগণের সম্মান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, মোসলমানদের আর্থিক উন্নতির আন্দোলন।

১৯২৮ সালে 'রঙ্গিলা রছুল' প্রবন্ধের উত্তরে জমাতকে বাৎসরিক 'নবী-দিবস' প্রতিপালনের নির্দ্দেশ। জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা।

১৯২৯ সালে নসরত গার্লস্ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা।

১৯৩০ সালে সাইমন কমিশন রিপোর্টের সমালোচনা করিয়া রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধির নিকট পুস্তক প্রেরণ।

১৯৩১ সালে কাশ্মির কমিটির প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

১৯৩৩-৩৪ সালে আহরারি ফেৎনার উদ্ভব ও তাহরিকে জদিদের পত্তন।

১৯৩৭ সালে মৌলবী আবদুর রহমান মিশরিকে জামাত হইতে বহিষ্কার।

১৯৩৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী খোদ্দামুল আহমদীয়া মজলিস প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৯ সালে জুবিলি উৎসব উৎযাপন; জমাতকে 'সর্ব ধর্ম প্রবর্ত্তক দিবস' প্রতিপালনের নির্দ্দেশ দেন। জমাতের পতাকা, খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন।

১৯৪১ সালে ফজলে ওমর গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা। ডেলহৌসীতে তাঁহার বাসভবনে পুলিশের অন্যায় আচরণ। পবিত্র স্থানগুলি হেফাজতের জন্য লাহোর রেডিও ষ্টেশনে বক্তৃতা।

১৯৪২ সালের ২৯শে মে প্রথম 'ভেকারে-আমল' আন্দোলন এবং স্বয়ং যোগদান।

১৯৪৪ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারী হুশিয়ারপুরে মোসলেহ মাউদ হইবার দাবী করেন।

১৯৪৫ সালে 'হিলফুল-ফজুল তহরীক পুনরুদ্ধার।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে কাদিয়ান হইতে হিজরত।

১৯৪৮ সালে ২০শে সেপ্টেম্বরে আহমদীয়তের নতুন কেন্দ্র রাবওয়ার ভিত্তি স্থাপন।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে রাবওয়াতে প্রথম সালানা জলসা। কোরআন করীমের ইংরেজী তফসিরের ভূমিকা ও প্রথম ১০ ছিপারা প্রকাশিত।

১৯৫২ সালে হজরত ওম্মুল মোমেনীনের ওফাত লাভ।

১৯৫২—'৫৩ সালে পাঞ্জাব দাঙ্গা।

১৯৫৪ সালে ১০ই মার্চ আততায়ীর ছুরিকায় আহত।

১৯৫৫ সালে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য ইউরোপ সফর ও ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন।

১৯৫৬ সালে খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দরুণ মৌলবী আবদুল ওহাব ওমর, মৌলবী আবদুল মন্নান ও আরো ১২জনকে জমাত হইতে বহিষ্কার।

প্রতি দশ বৎসর পর বা ১০ দ্বারা বিভাজ্য সনে মাহমুদের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—১৮৮৪ সনে মাহমুদের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী; ১৯১৪ সালে খেলাফত লাভ; ১৯২৪ সালে লণ্ডন সফর;

১৯৩৪ সালে তাহরিকে জদিদের ঘোষণা; ১৯৪৪ সালে মোসলেহ মাউদ হইবার দাবী; ১৯৫৪ সালে আততায়ীর ছুরিকাঘাত।

আল্লাহর দরবারে লাখ মোনাজাত—হজরত মাহমুদের জীবনকে আরো অনেক দশ বৎসর বলন্দ করুন এবং ইসলামের জন্য বাবরকত করুন। আমীন

মাহমুদ চরিতের বিভিন্ন দিক :

খোদা-প্রেমিক মাহ্‌মুদ :

মাহ্‌মুদের জন্ম ও জীবন আল্লাহতা'লার অস্তিত্বের এক জলন্ত নিদর্শন। মাহমুদ নিজেও বহু ওয়াহি এলহামের দাবী করিয়াছেন। অনেকগুলি পূর্ণ হইয়াছে—অনেকগুলি ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে। তিনি শত শত স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছেন যাহা বাস্তব জীবনে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি আল্লাহতা'লার উপর ভরসা করিয়া তাঁহার নামেই সব কাজ আরম্ভ করেন এবং নিজে ও জামাতকে সর্বদা দোয়াতে রত রোজা রাখিতে থাকিতে উপদেশ।

মানব-প্রেমিক মাহমুদ :

মাহ্‌মুদ বলেন—মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই এই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি। মানুষের সেবা ও মানবতার উন্নতি বিধান—আল্লাহতা'লার বড় এবাদত। মানুষ কেন, সারা সৃষ্টির সেবার জন্য তাঁহার জামাতকে বিশেষ করিয়া খোদ্দামগণকে সর্বদা তাগিদ দিয়া থাকেন।

নেতা মাহ্‌মুদ :

মাহমুদ মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে আহমদীয়া জাহাতের ইমাম নির্বাচিত হন। তথন জামাতের আর্থিক ও অন্যান্য আভ্যন্তরিণ অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন ছিল। মাহমুদের সাহস, সংগঠন ও কর্মপ্রেরণা এবং আন্তরিকতায়—জমাত ইহার সমস্ত বিপদ কাটাইয়া ক্রম উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

কর্ম-বীর মাহমুদ :

মাহমুদ জামাতকে পরিচালনার পলিসিই শুধু করেন না—তিনি নিজে তাঁহার বিরাট পরিবারের

দেখা-শুনাও করেন। জামাতের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাদি দেখিয়া থাকেন। তা' ছাড়া খোৎবা দেন এবং কোরআন করীমের তফসির লিখেন। তা' ছাড়া অন্যান্য আরো বহু কিতাব প্রনয়ণ করিয়াছেন। তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার সাথে কাজ করিতে যাইয়া সবাই বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারেন যে তাঁহার সমতালে চলা এক দুরূহ ব্যাপার।

প্রচারক মাহমুদ :

ইসলামের প্রচার মাহমুদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই প্রচারকে মাহমুদ নিজের দেশ বা মোস্লেম দেশ সমূহেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহার অদম্য প্রেরণায় এবং অক্লান্ত সাধনায় আজ আহমদীয়া প্রচারকগণ—এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছেন। জড়বাদিতা ও তৃত্ববাদে জর্জরিত দুনয়াকে প্রকৃত ইসলামের শান্তির ছায়াতলে এত বড় আহ্বান, রছুলুল্লাহ্ (ছাঃ)এর যুগের পর আর কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'নবী-দিবস' 'তবলিগ-দিবস' এবং 'সর্ব ধর্ম প্রবর্ত্তক দিবস' ইসলামের প্রচারে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বন্ধুভাব স্থাপনে অচিরেই বিরাট দান বলিয়া গণ্য হইবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

সাহিত্যিক মাহমুদ :

মাহমুদ দুনয়ার বিভিন্ন সমস্যার ইসলামিক সমাধান নিয়ে বহু পুস্তকাদি লিখিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলিকে জ্ঞানের আকর বলা যায়। তাঁহার পুস্তকের মধ্যে আহমদিয়ত অর ট্রু ইসলাম, A present to Prince of Walse, দাওয়াতুল আমীর, মালায়েকাতুল্লাহ, হাস্তিয়ে বারী তা'লা তকদীরে এলাহী, জিকরে এলাহী, এরফানে এলাহী, হকিকতুর রোইয়া, হকিকতুন-নবুওত, ইনক্লাবে হকিকী, সাইরে রুহানী, আহমদীয়তের পয়গাম, New world order, Economic Structure of Islamic Society, Milkiate Zamin, Islam and Non-Co-operation, Nehru-Report, Indian Problem ইত্যাদি এবং সর্বোপরি কোরআন করীমের বৈজ্ঞানিক ও বিস্তারিত তফসিরই প্রধান।

প্রতি সালানা জলসা ও প্রত্যেক জুমার, ঈদের ও বিবাহের খোৎবায় এবং বহু প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সহযোগে তিনি শত শত নিত্য নতুন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজনৈতিক মাহমুদ :

বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে, মোস্লেম জগতকে নতুনভাবে জাগাইয়া তোলার জন্য মাহমুদের দান অতুলনীয়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে মুসলমানদের বিশেষ দাবী আদায়ের জন্য মাহমুদকে সর্বদাই সজাগ দেখা গিয়াছে। মাহমুদ রাজনীতি করিতে যাইয়া ছলচাতুরীর উপর নির্ভর করেন না। তিনি যাহা সত্য মনে করেন শত বিপদেও তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহার পরিচালিত 'কাশ্মীর আন্দোলন' নির্যাতিত মুসল-মানদের মুক্তি আন্দোলনের এক বিরাট অধ্যায়। পাকিস্তান আন্দোলনেও মাহমুদের বিরাট দান রহিয়াছে।

শিক্ষাবিদ্ মাহমুদ :

মাহমুদ নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায়ই পাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের পরিধি বিরাট। অবশ্য এই জ্ঞান শুধু তাঁহার সাধনায় অর্জিত ধন নয়—আল্লাহতা'লা হইতে অযাচিত দান হিসাবেও প্রাপ্ত। মাহমুদ জামাতের শিক্ষার জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নারী শিক্ষার উপরে তাঁহার বিশেষ দান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যও তিনি বিশেষ তৎপর। এই জন্য 'ফজলে ওমর গবেষণাগার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ আহমদীয়া জামাত নারী শিক্ষার অনুপাতে দুনয়ার যে কোন শিক্ষিত দেশের সাথে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

তিনি শুধু ধর্মীয় শিক্ষাকেই নিজের প্রচেষ্টাকে নিবদ্ধ রাখেন নাই। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ও গবেষণার জন্য 'ফজলে ওমর গবেষণাগারের' প্রতিষ্ঠা —পাক-ভারত উপমহাদেশে বিজ্ঞান সাধনার এক বিরাট দান বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মাহমুদ খেলাধুলাতেও বিশেষ উৎসাহ দিয়া থাকেন।

পারিবারিক জীবনে মাহমুদ :

বস্তুতঃ মানুষকে বুঝিতে হইলে, কারো মহত্বকে অনুভব করিতে হইলে, তাঁহার পারিবারিক জীবনই সবচেয়ে বড় কষ্টিপাথর। এই কষ্টিপাথরে বিচার করিলে দেখা যাইবে মাহমুদের জীবন কত মহান। তিনি একাধারে স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী, অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি কাহারো ন্যায্য দাবী মিটাইতে কখনও পশ্চাৎপদ হন না; ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আত্মীয় স্বজনের জন্য কখনও পরওয়া করেন না।

উপসংহার :

অতি সংক্ষেপে মাহমুদ-চরিত শেষ করিবার পূর্বে মাহমুদের দুইটি বাণী উদ্ধৃত করিতেছি। এইগুলি হইতেই মাহমুদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম-ত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের কতকটা ধারণা হইতে পারে।

মাহমুদ এখন জীবিত আছেন। তাঁহার জীবনী যাহা শত শত বৎসর পর্য্যন্ত দুনয়াকে প্রভাবান্বিত করিবে—সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার এখনও সময় আসে নাই।

আল্লাহতা'লা তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন, তাঁহাকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দিন—তিনি ইসলামের বিজয় বহন করিয়া আনুন এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

দু'টি বাণী :

"বর্তমান কালে আল্লাহতা'লা ইসলামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে সেই বিজয় লাভ করিবে, এবং যে অমান্য করিবে সেই পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে তাহার জন্য খোদাতা'লার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হইবে, এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার জন্য খোদাতা'লার রহমতের দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।" [১৯৩৭]

"ভ্রাতাগণ! এক নাদান দুশমন আমার উপর যে আঘাত হানিয়াছে তাহা আপনারা অবগত হইয়াছেন। আল্লাহতা'লা যেন এই সকল ব্যক্তি-গণের চক্ষু খুলিয়া দেন এবং ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর প্রতি তাহাদের কর্তব্য বুঝিবার তৌফিক দেন। ভ্রাতাগণ! আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করুন যে আমার যদি যাইবার সময় আসিয়া থাকে আল্লাহতা'লা যেন আমার আত্মার শান্তি ও মংগল করেন। আরো দোয়া করুন যেন আপন করুণায় আপনাদিগকে আমা হইতে অধিকতর উপযুক্ত ইমাম দেন। আপনাদিগকে সদা আমি আপন পরিজন ও পরিবারবর্গ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতাম এবং ইসলাম ও আহমদিয়তের জন্য আপন হইতে আপনজনকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলাম। আপনাদেরও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নিকট হইতে আমি চিরকাল অনুরূপ কোরবাণী আশা করি আল্লাহতা'লা আপনাদের সঙ্গী হউন। [১৯৫৪]

অনুরোধ : উপরে লিখিত ঘটনাপঞ্জী সম্বন্ধে কেহ কোন ভুল ত্রুটি পাইলে সংশোধনের জন্য লিখক জানাইলে বাধিত হইব।

The Review of Religions

(Established in 1902 by the Promised Messiah)

World-Wide Circulation

*Is the Premier Monthly Magazine of the Ahmadiyya Movement
*Dedicated to the interests of Islam and Word Peace
*Deals with Religious, Ethical, Social and Economic Questions
*Islamic Mysticism, Current Topics & Book Reviews.

Annual subscription Rs. 10/- only.

Please, subscribe and send your subscriptions and donations to :—

THE MANAGER, THE REVIEW OF RELIGIONS.
Rabwah (West Pakistan)

হজরত মোস্‌লেহ্‌ মাউদ (আইঃ) সম্বন্ধে কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

—আহ্‌সান উল্লাহ্‌ সিকদার

আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদই (আইঃ) যে মোসলেহ মাউদ তাহার প্রমাণ অনেক। আহমদীর পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১। "তালমুদ" ইহুদীগণের হাদিসের কেতাব। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ যোসেফ্‌ বার্ক্‌লে নামক জনৈক ইংরাজ ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাহাতে হজরত মসিহর (আঃ) দ্বিতীয় আবির্ভাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :— "It is also said that he (The Messiah) shall die and his kingdom descend to his son and grandson." অর্থাৎ "ইহাও বর্ণিত আছে যে, মসিহ (আঃ) দ্বিতীয় আবির্ভাবের পর ওফাৎ প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার বাদশাহাত তাঁহার পুত্র ও পৌত্র প্রাপ্ত হইবেন।" (যোসেফ্‌ বার্ক্‌লে অনুদিত "তালমুদ," ৩য় অধ্যায়, ৩৭ পৃঃ, লণ্ডন ১৮৭৮ খৃঃ)

২। হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন :— "প্রতিশ্রুত মসিহ বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার সন্তান হইবে।" (মিশকাত)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :— "এই ভবিষ্যদ্বাণী—যে মসিহর পুত্র হইবে—এই দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, খোদাতা'লা তাঁহার নছল হইতে এমন এক ব্যক্তি পয়দা করিবেন, যিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং দ্বীন ইসলামের সাহায্য করিবেন যেরূপ আমার কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।" (হকিকতুল অহি, ৩১২ পৃঃ)

৩। হজরত ইমাম শেখ আহমদ বিন্‌ আলী ৪৪৫ হিজরিতে 'শামসুল মায়ারেফুল কোব্‌রা' নামক এক গ্রন্থ লেখেন। ১৯০৮ ইঃ সনে উক্ত কেতাব হিন্দুস্থানে আসে এবং হজরত নেজাম উদ্দিন আউলিয়ার বংশধর জনৈক ইয়াছিন আলী সাহেব ইহার অনুবাদ করেন। ইহাতে গ্রন্থকার সাহেব হজরত ইয়াহ্‌য়িয়া বিন্‌ আকাবের আখেরী জমানা সম্পর্কীয় কবিতাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ পদাবলীতে হজরত ইমাম মাহদীর আগমন এবং তাঁহার খলিফাগণের অবস্থা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং দ্বিতীয় খলিফার নাম "মাহ্‌মুদ" লিখিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কবিতাটির কতিপয় পদ উদ্ধৃত করা হইল :—

(ক) "ইজা মাজায়া হমুল্‌ আরাবিউন হাক্‌কান
আলা আমালেন ছাইয়ামলেকু লা মাহালি।"

অর্থাৎ—"ইহা সুনিশ্চিত যে, "মাহদীর" পর জনৈক আরব বংশীয় লোক আসিবেন যিনি মাহদীর দায়ীত্বশীল মছনদে বসিবেন (অর্থাৎ, তাঁহার খলিফা হইবেন)।"

আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে হজরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল (রাঃ) আরব বংশীয় ছিলেন।

(খ) "ওআ মাহ্‌মুহুন ছাইয়াজ্‌হারু বা'দা হাজা
ওয়া ইয়াম্‌ লেকুশ্‌ শামে বেলা কিতালিন।"

অর্থাৎ—"অতঃপর মাহ্‌মুদ জাহের হইবেন এবং তিনি বিনা যুদ্ধে শাম দেশের মালিক হইবেন।"

(গ) "ওআ এন্‌দা না মেন্‌হু ইয়াউমুন্‌ আজিমুন্‌
ছাইউক্‌-তালু ফিহে শোকানের্‌ রেজালিন্‌।"

অর্থাৎ—"এবং আমাদের মতে তাঁহার সময়ে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দিবে যাহাতে যুবকগণকে কতল করা হইবে (অর্থাৎ যুদ্ধ হইবে)।" ('শামসুল মা'রেফুল কোব্‌রা,' ৩য় জিল্‌দ, ৩৩৯ পৃঃ)

হজরত মোসলেহ মাউদ (আইঃ) ১৯১৪ সনে খলিফা হন এবং ঐ সন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জগতে যে যুদ্ধের তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে এবং যুবকগণকে কতল করা হইতেছে জগৎ তাহার সাক্ষী।

৪। হজরত শাহ্‌ নেয়ামত উল্লাহ্‌ অলি একজন খ্যাতনামা অলি ছিলেন। তিনি হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে আখেরী জমানা সম্পর্কীয় কাছিদাতে হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) এবং মোসলেহ মাউদ সম্পর্কে এক প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) "গাইন ও রে সাল চু" গুজাশ্‌ত্‌ আজ সাল
বুল্‌-আজব কারবার মি-বিনাম।"

ইহার অর্থ হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) করিয়াছেন :—

"হিঃ ১২০০ বৎসর গত হওয়ার পর আমি আশ্চর্য্য ঘটনা সমূহ দেখিতেছি!"

(খ) "আলেফ, হে, মিম, দাল মি-খানাম
নামে আঁ নামদার মে বিনাম।"

"এল্‌মে কাশ্‌ফের দ্বারা আমি অবগত হইলাম যে তাঁহার নাম 'আহমদ' হইবে।"

(গ) "তা চেহেল্‌ সাল, আয়্‌ বেরাদরে মান
দৌরে আঁ শাহ-সাওয়ার মি বিনাম।"

"ইমাম মোল্‌হাম বলিয়া দাবী করার পর তিনি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে থাকিবেন।"

(ঘ) "দৌরে উ চু" শাওআদ তামাম বকাম
পেছারাশ্‌ ইয়াদগার মি-বিনাম।"

"কৃতকার্য্যতার সহিত তাঁহার জমানা শেষ হওয়ার পর তাঁহার ছেলেকে আমি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত দেখিতেছি।"

৫। হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

(ক) মোস্‌লে মাউদ জমাতের ইমাম হইবেন :

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :— "আমার বড় ছেলে যে এখন জীবিত আছে এবং যাহার নাম মাহমুদ, তাহার জন্মের পূর্ব্বেই আমাকে "কাশ্‌ফে" তাহার জন্মের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল এবং আমি মসজিদের দেওয়ালে তাহার নাম "মাহ্‌মুদ" দেখিয়াছিলাম। স্বপ্নের তাবিরে 'মস্‌জীদ' অর্থে 'জমাত' বুঝায়। অতএব মস্‌জিদের দেওয়ালে "মাহ্‌মুদ" লিখিত থাকার অর্থ এই যে, সে জমাতের ইমাম হইবে।" ('তির্‌ইয়াকুল কুলুব,' ৪০ পৃঃ)

(খ) মোস্‌লেহ মাউদ (আইঃ) দ্বিতীয় খলিফা হইবেন :

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন যে আল্লাহ্‌-তা'লা হজরত মোসলেহ মাউদকে (আইঃ) এক এলহামে "ফজলে ওমর" বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। ('সবুজ এশ্‌তেহার,' ২১ পৃঃ, হাসিয়া)

এলহামে "ফজলে ওমর" বলিয়া অভিহিত হওয়ায় হজরত মোসলেহ মাউদ (আইঃ) হজরত ওমরের (রাঃ) অনুরূপ বলিয়া প্রমাণিত হন। হজরত ওমর (রাঃ) রসুল করীমের (দঃ) দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। মোস্‌লেহ্‌ মাউদ (আইঃ) মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) দ্বিতীয় খলিফা।

(গ) হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) একটি এলহাম হইল, "দোশম্বা হায় মোবারক দোশম্বা" (এশ্‌তেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬)

অন্য বস্তু ছাড়া এই এলহামে ইহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে দোসম্বা (সোমবার) যেরূপ সপ্তাহের তৃতীয় দিন, সেইরূপ হজরত মোসলেহ্‌ মাউদের (আইঃ) জমানাও হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) হইতে তৃতীয় নম্বরের হইবে। অর্থাৎ তিনি দ্বিতীয় খলিফা হইবেন।

(ঘ) "ওহ্‌ তিন কু চার কারনে ওয়ালা হোগা" —"তিনি তিনকে চার করিবেন।" (এশ্‌তেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬)

এই ভবিষ্যদ্বাণী কয়েক দিক দিয়া পূর্ণ হইয়াছে যথা :—

(১) হজরত মোসলেহ মাউদ (আইঃ) পুত্র সন্তানের দিক দিয়া হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) চতুর্থ সন্তান। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন ভ্রাতার নাম মির্জা সুলতান আহমদ সাহেব, মির্জা ফজল আহমদ সাহেব ও প্রথম বশির, যিনি জন্মের ১৬ মাস পর ইহলোক ত্যাগ করেন।

(২) যেহেতু মির্জা ফজল আহমদ সাহেব ও প্রথম বশির হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবিতাবস্থায়ই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং মির্জা সুলতান আহমদ সাহেব তখনও আহমদিয়ত গ্রহণ করেন নাই, এ জন্য হজরত মোসলেহ মাউদ (আইঃ) কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা সহ আধ্যাত্মিক দিক দিয়া তিন ভাই ছিলেন। কিন্তু পরে হজরত মির্জা সুলতান আহমদ সাহেব হজরত মোসলেহ মাউদের (আইঃ) হস্তে বয়েত গ্রহণ পূর্ব্বক আহমদী হওয়ায় আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও তাঁহারা চার ভ্রাতায় পরিণত হইলেন। তিন চারে পরিণত হইল।

(৩) এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৮৬ সনে করা হইয়াছিল। ইহার চতুর্থ সনে হজরত মোসলেহ মাউদ (আইঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া সনের দিক দিয়াও তিনকে চারে পরিণত করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (আইঃ) দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। অতএব তিনিই মোসলেহ মাউদ।

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের বজেট

রাজস্ব-সচিব মিষ্টার সৈয়দ আমজাদ আলী বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্টে পাকিস্তানের দশম বজেট পেশ করিলে দেখা যায় যে নূতন কর বাদ দিলে বজেটে ৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার ঘাটতি হইবে। নূতন কর বাদে রাজস্ব খাতে আনুমানিক আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ১৩১ কোটি ৩৯ লক্ষ এবং ১৩৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। প্রস্তাবিত নূতন কর হইতে ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার আনুমানিক আয় ধরিলে এই ঘাট্‌তি পূরণ হইয়া ৩ লক্ষ টাকা উদ্‌বৃত্ত হইবে।

রাজস্ব-সচিব যে সমস্ত নূতন কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা হইল চা, সিমেণ্ট, কোন কোন প্রকার সূতীবস্ত্র, তামাক পাতা, পেট্রোল, ডিজেল অয়েল, ফার্ণেস অয়েল এবং এ্যাশ ফ্যাল্ট।

পাট জাত পণ্যাদির উপরও নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কোন কোন প্রকার সূতী বস্ত্র, সাইকেলের টায়ার ও টিউবের উপর যে মূল্যানুসারে কর প্রচলিত ছিল, তাহা নির্দ্দিষ্ট করে পরিবর্ত্তিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই বজেটের বৈশিষ্ট্য হইল এই :— মূল ধন খাতে আয় ও ব্যয় ২০৯ কোটি ৭৮ লক্ষ [বৈদেশিক সাহায্য ৪২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা এবং উদ্‌বৃত্ত ধরিয়া লইয়া] তন্মধ্যে সরকারী পর্য্যায়ে ব্যবসায় খাতে বরাদ্দের পারিমাণ ৪৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। গত বৎসর এই খাতে ২১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল অথচ বজেটে মাত্র ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

মূলধন খাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে অথচ বিগত বৎসর এই খাতে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। রাজস্ব-সচিব এই মত প্রকাশ করেন যে দেশের পুনঃ পৌনিক খাদ্য ঘাট্‌তি নিবারনার্থ এবং দেশের ক্রমবর্দ্ধমান জনতাকে আহার দিবার জন্ম কৃষির উন্নতি সাধন কার্য্য সর্ব্বাগ্রগণ্য করা উচিত। তাঁহার মত এই যে স্বাধীনতা লাভ হইবার পর কৃষিকার্য্যের উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং লোক সংখ্যা শতকরা ১৩ জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বিগত ১৯৫৫-৫৬ আর্থিক বৎসরে জাতীয় আয় গড়ে শতকরা ১·৭ অংশ কমিয়াছে।

মূলধন খাতে অন্যান্য বরাদ্দ নিম্নলিখিতরূপ :— প্রদেশ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদির জন্য বরাদ্দকৃত ঋণ ৭৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা; জ্বালানী দ্রব্য ও শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনা—৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা; রেলওয়ে ১৭ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা; ডাক ও তার বিভাগ—৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; দেশ রক্ষা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ; বেসামরিক বিমান চলাচল ৭৫ লক্ষ টাকা।

সংশোধিত হিসাব অনুসারে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার ঘাট্‌তি হইবে।

প্রত্যক্ষ করক্ষেত্রে শিল্পের আয় করের যে সমস্ত রেয়ায়েত ছিল তৎসমুদয়ই বহাল রাখা হইয়াছে। শিল্পে অর্থ নিয়োগের ব্যাপারে আরও কতকগুলি রেয়ায়েত করা হইয়াছে।

যাহাদের আয় ৫৫ হাজার টাকার উর্দ্ধে, তাহাদের উপর উচ্চতর হারে সুপার ট্যাক্স প্রযুজ্য হইবে। আয় করের প্রয়োগের সর্ব্বনিম্ন টাকার পরিমাণ ৫০০০ টাকায় উন্নীত করা হইয়াছে।

আগামী বৎসরের বজেটে ১৬০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে। মূলধন খাতে প্রাদেশিক সরকারগুলির জন্য ৭৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ঋণ বরাদ্দ করা হইয়াছে। রাজস্ব খাতে প্রাদেশিক গ্রাণ্টের পরিমাণ ২৯৮ লক্ষ টাকা। দেশ রক্ষা খাতে ৮০ কোটি ৯৭ লক্ষ, মূলধন খাতে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ এবং আমেরিকার সামরিক সাহায্য তহবিল হইতে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দেশ রক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে।

রাজস্ব-সচিব আরও প্রকাশ করেন যে ফেডারেল রাজধানী করাচীর আবাস গৃহ সমস্যার সমাধান কল্পে করাচী ডেভেলপমেণ্ট এবং হাউজিং অথরিটি নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে।

রাজস্ব-সচিবের বক্‌তার অন্যান্য অংশের উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। মোটের উপর কথা এই যে এই বজেট দেশে মিশ্র অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। সূতীবস্ত্র বণিক সমিতির সভাপতি মিষ্টার এ, কে, সুমার এই মত প্রকাশ করেন যে প্রত্যক্ষ করের ব্যাপারে যে রেহাই দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইবে বটে কিন্তু অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য্যের প্রস্তাবাদির কারণে এই বজেটে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। সূতীবস্ত্র, চা এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর কর ধার্য্যের কারণে দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি পাইবে। দাউদ কর্পোরেশনের সভাপতি মিষ্টার আহমদ দাউদ বলেন যে মোটের উপর বজেটের প্রস্তাব সমূহ নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক। পেট্রোল, ডিজেল ওয়েল এবং চায়ের উপর কর বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাঁহার মত এই যে পাটের ছালার উপর কর বৃদ্ধির ফলে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য আরও বাড়িয়া যাইবে। মিহিন সূতীবস্ত্রের উপর আবকারী কর বৃদ্ধির সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন বৈদেশিক আমদানীর বাধা নিষেধের ফলে ইহা অসহ্য। তিনি বলেন সিমেণ্টের মূল্যের উপর সতকরা হারে কর ধার্য্যের ফলে গৃহ-নির্ম্মাণ ও উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতি কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

নিখিল পাকিস্তান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি হাজী ওজিহুদ্দীন বলেন যে স্বল্প আয় বিশিষ্ট লোকদের কোন সাহায্য হইবে না। মুসলিম লীগ দলের মিষ্টার ইউসুফ হারুন বলেন যে নূতন বজেটে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত লোকদের ঘোর ক্ষতি হইবে। মিষ্টার ফরিদ উদ্দীন আহমদ এম, পি, বলেন যে বিগত ৯ বৎসরের বজেটের তুলনায় ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। মিষ্টার বি, কে, দাস বলেন যে "কঠিন অবস্থার মধ্যে বজেট সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা বাস্তবদর্শী বজেট হইয়াছে।"

মুসলিম লীগ দলের নেতা সরদার বাহাদুর খাঁ বলেন যে সিমেণ্ট ও পেট্রোলের উপর কর ধার্য্যের ফলে গৃহ নির্ম্মাণ এবং দেশের চলাচল ব্যবস্থার কার্য্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ফিডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজএর প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার রেঙ্গুন ওয়ালা বলেন বর্ত্তমান অবস্থায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বজেট যথাসম্ভব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। হোসেন ইমাম বলেন যে ইহা বাস্তব দর্শী বজেট হইয়াছে। তাঁহার মতে কর ধার্য্যের প্রয়োজন অস্বীকার না করিয়াও কোন্ কোন্ দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করা উচিত সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে।

এই বজেটে গৃহ সমস্যার প্রতি যে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে ইহা ভবিষ্যতের জন্য এক শুভ-লক্ষণ। ইসলামিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের আহার, বাসস্থান, কর্ম্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমুদয় ব্যাপারের জন্ম হুকুমাৎ বা রাষ্ট্রই দায়ী। পাকিস্তান ও ইসলামিক রাষ্ট্র। ইহারও এই লক্ষ্যই হওয়া উচিত। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে বজেটে যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুত দেখা যাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় অর্থাগম প্রচুর ও যথেষ্ট না হইলে ইসলামিক রাষ্ট্র যে উপরুক্ত আদর্শের রূপায়ন করিতে পারে ন তাহাও অবধারিত। কিন্তু এতদসত্বেও করাচীর গৃহসমস্যার সমাধানে সরকারী পর্য্যায়ে যে কার্য্যক্রমের আভাষ এই বজেটে আছে, আমরা আশাকরি কালক্রমে ইহার প্রসার হইবে এবং নাগরিকদের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত কার্য্যক্রম একদিন না একদিন গৃহীত হইবেই। দরিদ্র জনগণের কষ্ট-বৃদ্ধির যে যে কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে সেইগুলি কিভাবে লাঘব করা যায় অথচ সরকারী প্রয়োজনও পূণ হয়, তাহার কোন আভাষ কোন সমালোচনায় পাওয়া গেল না। আমরা আশাকরি পার্লামেণ্টে সমবেত সদস্যগণ এমন প্রস্তাবাদি আনয়ন করিবেন, যাহাতে দরিদ্রদের বোঝা হালকা হইতে পারে অথচ সরকারী অর্থাগমও সহজ হয়। নতুবা তাহাদের বিরূপ সমালোচনাকে সস্তায় নাম কিনিবার ফন্দী বলিতে কেহই ত্রুটি করিবে না।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.—Editor, Momtaj Ahmad, (Muballigh).